প্রথম আলো

তারিখ 06 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল মোট **১৬টি**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদের হল **১১টি**

আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা **৫০৩৫**

ছাত্রীদের হল **৫টি**

আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা **৩০৬৯**

বিশ্ববিদ্যালয়ের যতসংখ্যক শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন, তার প্রায় দ্বিগুণ ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকায় মেসে অথবা ভাড়া বাসায় থাকছেন। এতে তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় যেমন হচ্ছে, তেমনি সময়ও নষ্ট হচ্ছে। ফলে পড়াশোনা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে হলের বাইরের শিক্ষার্থীদের

৬৪ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধাবঞ্চিত

মাহবুব আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসনব্যবস্থার জন্য রয়েছে ১৬টি আবাসিক হল। কিন্তু এসব হলে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৩৬ শতাংশ আবাসিক সুবিধা পান। বাকি ৬৪ শতাংশই থেকে যাচ্ছেন এই সুবিধার বাইরে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, আবেদন করলেও আসন বরাদ্দ পাওয়া যায় না। আবার আসন পেলেও সেখানে অন্য শিক্ষার্থী থাকায় হলে ওঠা যায় না। এ কারণে এই আবাসন-সংকট তৈরি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন দুটি হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ দুটি হল হয়ে গেলে সমস্যা অনেকটাই কেটে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ থেকে জানা গেছে, আবাসিক ১৬টি হলের সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ২২ হাজার ৪৫১ জন। এর মধ্যে হলে থাকতে পারছেন ৮ হাজার ১০৪ জন। বাকি ১৪ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী হলের বাইরে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যতসংখ্যক শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন, তার প্রায় দ্বিগুণ ক্যাম্পাসের আশপাশের এলাকায় মেসে অথবা ভাড়া বাসায় থাকছেন। এতে তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় যেমন হচ্ছে, তেমনি সময়ও নষ্ট হচ্ছে। ফলে পড়াশোনা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে হলের বাইরের শিক্ষার্থীদের।

গত ১১ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য রয়েছে পাঁচটি আবাসিক হল। এগুলোতে বর্তমানে ছাত্রী রয়েছেন ৩ হাজার ৬৯ জন। কিন্তু এই হলগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত অনাবাসিক ছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজার ২১৯ জন, যা মোট ছাত্রীর ৫৮ শতাংশ।

বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মসুজান হলে বর্তমানে আবাসিক শিক্ষার্থী রয়েছেন ৮৬০ জন এবং অনাবাসিক ১ হাজার ২২৫, রোকেয়া হলে আবাসিক ৭২০ ও অনাবাসিক ৬৪৫, তাপসী রাবেয়া হলে আবাসিক ৪৬৯ ও অনাবাসিক ৬৩২, বেগম খালেদা জিয়া হলে আবাসিক ৪৫২ ও অনাবাসিক ১ হাজার ২১৭ এবং রহমতুন্নেসা হলে আবাসিক ৫৬৮ ও অনাবাসিক ৫৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। সম্প্রতি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা নামে ছাত্রীদের জন্য নতুন একটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। তবে সেটিতে এখনো শিক্ষার্থীদের বসবাস শুরু হয়নি।

অপর দিকে ছাত্রদের জন্য রয়েছে ১১টি হল। এগুলোতে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩৫ ও অনাবাসিক ১০ হাজার ১২৮ জন। এর মধ্যে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হলে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১২ ও অনাবাসিক ৬৬৩, শাহ্ মখদুম হলে আবাসিক ৪২২ ও অনাবাসিক ৮৫৩, নবাব আবদুল লতিফ হলে আবাসিক ৩২২ ও অনাবাসিক ৭৫৯, সৈয়দ আমীর আলী হলে আবাসিক ৪১০ ও অনাবাসিক ৮১১, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে আবাসিক ৪৩১ ও অনাবাসিক ৭০৮, শহীদ হবিবুর রহমান হলে আবাসিক ৭২৮ ও অনাবাসিক ১ হাজার ১০০, মতিহার হলে আবাসিক ১৪৪ ও অনাবাসিক ৮৫০, মাদার বখশ হলে আবাসিক ৫৮৪ ও অনাবাসিক ১ হাজার ২০০, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে আবাসিক ৫৮৮ ও অনাবাসিক ৬২৩, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে আবাসিক ৫৯৮ ও অনাবাসিক ১ হাজার ৩০০ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে আবাসিক ৪৯৬ ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২৬১ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ওই সময়ে ছাত্রদের ১০টি হলে আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন ৪ হাজার ৫০১ ও অনাবাসিক ১৩ হাজার ৪৬ জন। ছাত্রীদের জন্য তিনটি হলে আবাসিক ছিলেন ২ হাজার ৯ ও অনাবাসিক ৩ হাজার ৬৪ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অশোক চক্রবর্তী কাজলা এলাকার একটি মেসে থাকেন। তাঁর ভাষায়, হলে আবেদন করলেও আসন বরাদ্দ পাওয়া যায় না। আবার আসন পেলেও সেখানে অন্য শিক্ষার্থী থাকায় ওঠা যায় না। তাই মেসেই থাকছেন।

তাপসী রাবেয়া হলে সংযুক্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মুসলিমা খাতুন। তিনি বলেন, 'হলে ওঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছি, এখনো উঠতে পারিনি।' তিনি জানান, ক্যাম্পাসের বাইরে থাকায় ক্লাসে যাতায়াতে তাঁর অনেক সমস্যা হয়। অনেক সময় ক্লাসে দু-তিন ঘণ্টার বিরতি থাকলেও মেসে গিয়ে আবার আসা যায় না।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। সব শিক্ষার্থীকে আবাসন-সুবিধা দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। তবে আমরা ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য নতুন দুটি ১০ তলা হল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছি। বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এ দুটি হল হয়ে গেলে সমস্যা অনেকটাই কমবে।'

উপাচার্য জানান, মেয়েদের আবাসনের কথা চিন্তা করে নবনির্মিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলকে ছয়তলা করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।